দৈনিক বাংলা

030

তারিখ ... 15/1/86 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ... 5 কলাম 1 ... ...

# প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে

দেশের প্রাইমারী স্কুলের দুর্দশার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে দৈনিক বাংলার এক খবরে। '৭০টি প্রাইমারী স্কুলে ছাত্ররা আকাশের নীচে ক্লাশ করছে' শিরোনামে প্রকাশিত আলোচ্য খবরে বলা হয়েছে, ভান্ডারিয়া উপজেলার ৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭০টি বিদ্যালয় জরাজীর্ণ, লেখাপড়ার অনুপযোগী—এসব বিদ্যালয়ে ছাদ বা ছাউনি নেই, নেই বেঞ্চ ও ব্ল্যাক-বোর্ড। চেয়ার-টেবিল ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামেরও অভাব রয়েছে।

দেশের প্রাইমারী স্কুলের দুরবস্থার যে চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তাকে অনেকটা প্রতিনিধি-স্থানীয়ই বলা যায়। কেননা, সমস্যাটা ভান্ডারিয়া উপজেলার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হলেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক স্কুলেরও হাল প্রায় একই। ইতিপূর্বেও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রাইমারী স্কুলের এমন দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রাইমারী শিক্ষাই শিক্ষার মূল ভিত্তি, এবং এদিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। সবাই যাতে প্রাইমারী শিক্ষা পেতে পারে, এই শিক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে দেয়া যায়, সেজন্যে সরকার প্রাইমারী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরাও সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য। দেশে নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন, এবং পুরানো স্কুলের উন্নয়নও করা হচ্ছে।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা হোক, আর উচ্চশিক্ষাই হোক, শিক্ষার জন্যে যেমন উপযুক্ত গৃহ ও পরিবেশ চাই, তেমনি চাই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, উপকরণ ও সরঞ্জামাদি। কেননা, খোলা আকাশের নীচে ক্লাশ করা গেলেও সুষ্ঠু শিক্ষা লাভ সম্ভব নয়। আমরা আশা করবো, ভান্ডারিয়া উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থা দূর করা হবে, এবং কোথাও যাতে স্কুল গৃহ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, উপকরণ ও সরঞ্জামাদির অভাবে শিক্ষা ব্যাহত না হয়, সেদিকে দেয়া হবে বিশেষ দৃষ্টি।